অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

ঢাকা, রোববার, ২৯ এপ্রিল ২০০৭, ১৬ বৈশাখ ১৪১৪, ১১ রবিউস সানি ১৪২৮
বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৭১, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ৪৫ মিনিট

রাজনীতি

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্কারের চেষ্টা ফল দেবে না

আলী রীয়াজ

সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর দেশে থাকার বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর অবস্থার অবসান হওয়ায় বিভিন্ন মহলে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এই পরিস্থিতি দেশের জন্য, বিশেষত বর্তমান সরকারের জন্য যে খুব ইতিবাচক হচ্ছিল না তা সরকার বুঝতে পেরেছে এটা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এতে করে অধিকতর জরুরি কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই অধিকতর কাজটি হলো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কার।

১১ জানুয়ারির পর এ কথা প্রকাশ্যে সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সংস্কার ছাড়া দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বহাল রাখা, শক্তিশালী করা অসম্ভব। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কাঠামো–দুইয়ের সঙ্গেই রাজনৈতিক দলগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে আলোচনায় দলগুলোর ভেতরে পরিবারতন্ত্র ও দলগুলোর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রসঙ্গ উঠেছে। পরিবারতন্ত্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে অক্ষুণ্ন রেখে সংস্কার সম্ভব নয় বলেই অধিকাংশের মত। অনেকেই তা থেকে ধরে নিয়েছেন, এই দুটো বিষয় বদলালেই সংস্কার কাজের বড় সাফল্য অর্জিত হবে। সম্ভবত সেই পথ ধরেই সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে নিয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন বোধহয় এটা বোঝার সময় হয়েছে, সমস্যা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাধানের চেষ্টা খুব বিবেচকের কাজ নয়। স্পষ্ট করে বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কারের চেষ্টাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করলে খুব বেশি লাভজনক হবে না। কোনো ব্যক্তিই যে বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অনিবার্য নয়–তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

কাঠামোগত পরিবর্তনের কাজ যেমন জরুরি তেমনি তার গতি দ্রুততর করা ও তার প্রধান ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করা এখন সরকারের জনপ্রিয়তার স্বার্থেই প্রয়োজন। গত ১০০ দিনে সরকার দুটো প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে: দেশে টেকসই অর্থবহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। এ জন্য সরকারপ্রধান ফখরুদ্দীন আহমেদ নিজেই সময় বেঁধে দিয়েছেন–২০০৮ সালের মধ্যেই এসব কাজ শেষ করে নির্বাচন হবে। আপাতদৃষ্টে সেটা দীর্ঘ সময় মনে হলেও লক্ষ্য দুটোর দিকে তাকালে তা খুব বেশি সময় মনে হয় না। অন্যদিকে এই লক্ষ্যগুলোকে যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে মনে করছেন তাঁদের ধারণাও সঠিক নয়।

রাজনৈতিক সংস্কার করতে চাইলে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশন। শেষ প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া বাকিগুলো এক আকারে ইতিমধ্যেই তৈরি আছে, প্রয়োজন সেগুলো স্বাধীন ও শক্তিশালী করা। ইতিমধ্যে সে লক্ষ্যে কিছু কাজ হলেও তাতে গতি সঞ্চার করা খুবই জরুরি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংস্কারের প্রস্তাব হাজির করা হয়েছে, তা নিয়ে সুশীল সমাজের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এবং অনুমান করি, খুব শিগগিরই রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথাবার্তা হবে। কিন্তু কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার এখনো করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, আর্থিক স্বচ্ছতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রশ্নগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব। তা ছাড়া কোনো বিকল্পও নেই।

রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য দলের ভেতর থেকেই চাপ সৃষ্টি করতে হয়। ছোটবড় সব দলের নেতানেত্রীদের বুঝতে হবে, ১০ জানুয়ারির রাজনীতিতে ফেরার চেষ্টার পরিণতি শুভ নাও হতে পারে। যাঁরা আন্তরিকভাবে সংস্কার চান তাঁদের দেশ ও দলের স্বার্থে সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের আলোচনা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলবে। প্রধান দলগুলো তাঁদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে পারবেন না এমন আশঙ্কা থেকে অনেকে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সম্ভাবনার কথা বলছেন। গত ১৫ বছরে দুই দলের আধিপত্য ও ক্ষমতা গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল ছিল না। নতুন দল গঠনের কথা সে কারণেও উঠছে।

কেবল নতুন দল গঠন করে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন করা সম্ভব হবে মনে করার কারণ নেই।
প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, প্রধান দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কারপন্থী ইতিবাচক রাজনীতিকদের নতুন দল গঠন এই তিনটি বিষয় রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষ করে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দরকার। প্রথমটি সরকারের দায়িত্ব, দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের। কিন্তু তৃতীয়টির উদ্যোগ কে নেবেন সেটাই প্রশ্ন।

ড. আলী রীয়াজ: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=m&nid=MzY4MzE= বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by Prothom-Alo.com
Privacy Policy | Terms & Conditions